শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ ।।

নিস্তার

অথ মনমথ মুঞ্জরী নামক গ্রন্থ

রাজাধিরাজ শ্রীযুত বিক্রমাদিত্য রায়
শ্রোতা তস্য শভাসদ
শ্রীযুত কালীদাস শ্লোক ছন্দে বক্তা
সুবিজ্ঞ প্রেমজ্ঞ গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণের
মনোরঞ্জন মানসে নব্য কাব্য উপাক্ষণ
সাধু বঙ্গ ভাষায় নানামত পয়ারাদি
ছন্দে বিরচিত

সুগন্ধ্যা নিবাসি
শ্রীযুত শ্রীকণ্ঠনাথ রায় বস কৃত
শ্রীযুত কাশীনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের
দ্বারা সংশোধিত হইয়া গোন্দল পাড়া
নিবাসি শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ
মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরাজ্ঞানুসারে

কালিকাতা
জমার টুলির শাস্ত্র প্রকাশ যন্ত্রে
মুদ্রাঙ্কিত হইল
সন ১২৫৮ সাল তারিখ ৭ বৈশাখ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক

পদ্য । গুণজ্ঞ জনে স্বং২ গুণে নিগুণের নিগুণ পরি
বর্ত্তনে অর্থাৎ সংশোধন পূর্ব্বক অধ্যয়নে নিযুক্ত
হইতে আজ্ঞাহয় ।।

এই গ্রন্থ গ্রন্থ কারের অনুজ্ঞা ব্যতীত যদ্যপি কেহ
দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে তাহারে লক্ষ
গো হত্যা ও স্ত্রী হত্যা এবং ব্রহ্ম হত্যার পাপ
ধারন করিতে হইবে ও ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে
এবং বিচারালয় জ্ঞাপণ করিয়া উক্ত গ্রন্থ মুদ্রা
ঙ্কিত করিলাম যোগ্য রূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে
হইবেক অন্যথা কদাচ নহে ।।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বর ।।

অথ জগদীশ্বরের বন্দনা ।।

ধুয়া ।। নির্জ্জনে নিরঞ্জন কররে মন সাধনা। ঐহিক সম্পদ তেজ্য ত্যজ মন বাসনা ।। অহং কারে হয়ে মত্ত নাচিনিলে পরমার্থ;আত্ম্যা নশ্বর আপন আত্ম; ভেবে দেখনা ।।

পয়ার ।। নির্ব্বিকার নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন । নাই যে নিত্য নিশ্বাশ কিম্বা নিরাঞ্জন ।। ভজনে স্তবনে তব নহেক নিয়ম । নির্ম্মলে২ পুজিলে পুজ্যের যম ।। মনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণে সঙ্কা নহেক তিলেক । স্তবাধিনে জ্ঞান হীনে তারণে তিলেক ।। দয়াম্বিধ নামে কোণ নহিবে কখন । পুরাণ প্রমানে মানে পুত্তা জন্য মন তক্ত জন্য বিঘ্ন নহে ক্ষণেক পাষণ্ড ।। রজনী যামিনী সা- ধনা করেনা দণ্ড ।। দণ্ডে২ দণ্ডে পাষণ্ড লোয় যদ্যপি দোর দণ্ডে মত্ত ষণ্ডে নিষেধয় জপি ।। অবশেষে রসে ভা বে প্রাপ্তে দুরন্তে সন্ত । মর্ত্তের মধ্যে মত্তাংশুতে অপ কার্য্য অন্ত ।। সুরাপাণ বেশ্যা ধ্যান হিংসা হরমাদি শার২ সারমানী গামিনির বধি ।। সাধ্য হীন সাধনে শরণ ত্বৎছি পদে । প্রয়োজন অপ্রয়োজন ছার স পাদে ।। বাসনাও করেনা অনন্তে আমি । দেহীস্থান বা

মস্থান দিশে তত্ত্ব আর ॥ শকলেহ কৃপা ছলে নিস্তার হে। জীবনান্তে অনন্ত অক্ষমে কৃতার্থ হে ॥ প্রতিজনে প্রতি পালনে রাক্ষস নক্তি। ক্ষণে পূরূবে পূরায় ভাবে ক্ষণে শক্তি ॥ বেশ বাসে অভিলাষে নহেক কথন আকারহ নহে পুরাণে শ্রুবণ ॥ আকার বিহুনে সাধনে কঠর ভারী। দুষ্ট্রতা নহেক মন পদ্ম পত্রে বারি ॥ রুরী অঙ্গে করদিনে বোধে নেত্র হীনে। তিমিরে অন্ধর আইলে কেমনে জানে ॥ জ্ঞান দীপ প্রজলিত চাহি হৃদয়ের। অন্ধকারে বক্ষিগারে চৈতন্যর কের তবে রূপে কি রূপে ভাবিয়ে ভাবেমন। অন্ধের নড়ী লুকালে মিছে অন্বেষণ ॥ অতএব কৃপা করি দেহ দিব্য আঁখি। নিরান্তরান্তরে নিরাকারাকার দেখি আর এক মনাভিলাশ প্রকাশ জন্য। অত্যাশ্চ দিব অধিন হয়েছে যে ক্ষুণ্ণ ॥ মনমথ মুঞ্জরী নামেতে এক গ্রন্থ। কালিদাস কৃত সেই যে শ্লোকে সিদ্ধান্ত ॥ পয়ার প্রবন্ধে বন্ধে কাব্যনব্য রস। সহায়তা জ্ঞানদাতা পূরহে মানস ॥

অথ আত্ম পরিচয় ॥

লঘু ত্রিপদী ॥ অতি মনোহর; সুগন্ধ্যা নগর; নদী তথা জন্তী নামে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ; সবে বিচক্ষণ; নিচ

জন অল্পধামে ।। সকলেরি অতি; আছে ধর্ম্মে মতি; রিতি নীতি সভ্ভয় । পালে প্রজাগণ; সুখি সর্ব্ব জন; আধারনে রাজ্য রয় ।। তথায় বসতি; ক্ষেত্তাবেত্তে খ্যাতি; রায় গোষ্ঠী রাজ দত্তে । প্রকাশি সমস্তে; উত্ভব কায়স্থে; কিন্তু পদ্যা বসুবত্তে ।। নিদান ব্যাবশা; নিদেনের আশা; আসাবধি চিকিৎসকে । ঔষধের গুণ্য; ব্যাধ্বে করে সান্ন্য; আয়ু হিনে কেবা রাখে ।। আ রাকুহিগুণ; এলে দুঃখি জন; ঔষধাদী বিতরণে । প থ্য দীয়ে তার; নিযুক্তে সেবায়; আরগ্য হৈলে গম নে ।। আছে চিরদিন; ব্যাভার এমিন; চিকিৎষক হ ওাবধি । বাহুল্য লিখনে; জ্ঞাত ত্রিভুবনে; আবাল প্রাচীন আদী ।। এবে অধ্যায়নে; রহে অনুক্ষণে; রাজ ভাষা আশা কল্পে । আসার আসেতে; বিসয় কর্ম্মে তে; রত আছে অতি অল্পে ।। উৎত্ভব এ বংশে; বো ধ দেব অংসে; রাম্রজ্য কৃষ্ণ মোহন । দুই পুত্র তাঁর; খ্যাত এ সংসার; অসাধার হয় গুণ । রামতনু রায় প্রধান তনয়; কনিষ্ঠ পার্ব্বতী চরণ ।। অগ্রজের বংশ হইয়াছে ধংশ; ছোটর তনয় নেএ । সকলে বিদ্যান করেছে অধ্যান; দুতিন ভাষা সুখাগু ।। প্রধান জন্মা ং৺ রাম সঙ্কর; মধ্যম বৈকুণ্ঠ নাথ । কনিষ্ঠ নন্দন,

মদন মোহন; স্বর্গাহণ প্রথমত ॥ কনিষ্ঠ প্রধান, না
হয় সন্তান; এক মাত্র মদন মোর । শ্রীশ্রীকণ্ঠনাথ, নিথ
৭ অনাথ না জানে স্তুতি দেবের ॥ রাখিয়ে তাহারে,
গেল সপ পুত্রে ক্রমেং সকলেতে । বিদ্যা বুদ্ধি হীন
কুমার অধিক ইচ্ছা কিছু প্রকাশিতে ॥ মনমথ মুঞ্জ
রী নর গুরু করি; যদি কের বিজ্ঞ জনে । শুদ্ধি সম
ধ্যায় স্ব স্বগুণে তোব, অভিলাষ পূরে মনে ॥ ঈশ্বর
স্মরণ, করিহে এখন; দুই নয়ন মুদীয়ে । যদি দয়া
হয়, এসত্তময়; মতি নির্দ্দয় হইয়ে ॥ অন্তে পুত্র স
দং ক্ষুচয়ে প্রকাশং সঠের যন্ত্রণা সহিতে । এই কর্ত্তাব
রু, না আসিতে আর, হয় পুনরায় জগতে ॥

অথ রাজা বিক্রমাত্যর সহিত কালিদাসের
কথপ কথন ॥

দির্ঘ ত্রিপদী ॥ উজ্জল নগর ধাম, বিক্রম আদিত্য
নাম; মহারাজ বিখ্যাত সংসারে । প্রতাপে কম্পয়
ক্ষিতি; ভয়েতে সব ভুপতি; স্তিতহয়ে আছে যোড়
করে ॥ সকলেই দেয় কর; আধিনেতে রাজ্যশ্বর, রা
জ্য করে ছত্র দণ্ড লয়ে । সজ্জনে করে পালন; দুর্জ্জ
নে করে দলন; প্রজাগণ থাকে সুখি হয়ে ॥ গুণের
নাহিক সিমা, নাহয় তার উপমা; উমা আছে বাক্য

ভক্তি ভোরে ৷ ধর্ম্মের কি কর আর; কোথা আছে যু-
ধিষ্ঠীর; দানে লজ্জা দিয়াছে বলীরে ৷৷ বিদ্যার কি
কর কথা; নবরত্ন থাকে তথা, সদা সর্ব্ব শাস্ত্র আলাপ-
ন ৷ প্রধান রত্নের সূচি; কালিদাস মরকচী; যার গু
ণ বিখ্যাত ভুবনে ৷৷ রহস্য করেন কত; শ্লোকে করে
সংমিলিত; রসিকের চূড়া মণি রায় ৷ এক দীন কা
ব্য স্থলে; কালিদাসে জিজ্ঞাসিলে; বল দেখি দেখে
ছো কোথায় ৷৷ নইরে যুবতী নারী; থাকে সদা ক্রো
ড় করি; কিন্তু নাহি করে আলাপণ ৷ কি কহিব তা
র গুণ; যদি কেহ পারে হেন; সদা বাধ্য থাকয় মদন
এবড়ই অসম্ভব; নাহিক পারেন ভব; হেরে নারী থা
কিতে কখন ৷ মনুষ্য কোথায় রয়, হেরিলে অধর্য্য
হয়, বুঝে দেখ আপনার মন ৷৷ শুনী কালিদাস কয়
শুন রাজা মহাশয়; নহে অসম্ভব দেখিবার ৷ মিথিলা
নগর ধাম; যোগেন্দ্র ভূপতি নাম; মনমথ নামে পুত্র
তার ৷৷ সর্ব্ব গুণে গুণাকর; বর্ণলে হয় বিস্তর; সংক্ষে
পে কহি হে দণ্ডধর ৷ মুঞ্জরী নারীর নাম, বিরহেতে
অবিরাম; দগ্ধ হতো তাহার অন্তর ৷৷ তবু নাহি আলা
পণ; করিত রাজনন্দন; সদত রহিত বিসাদীত ৷ রম
নীর ছিল পণ; কিন্তু হয়ে বিশ্বরণ; আলাপনে মন

অবিরত ।। কুমারের ছিল মন; কি রূপে সাধিব পণ। এযে বড় কঠোর প্রতিজ্ঞা ।। অনেক দিবস পরে; প্র ক্রিজ্ঞা গেল অন্তরে; দৈবেং দৈবাধিন আজ্ঞা ।। পত্রে ছলে আলাপন; দুজনে করিল মন; ঘূচিল বিরহের যাতনা । শ্রবণ করে ভুপতি; চঞ্চল হইল মতি; বিশে ষ শুনিবারে বাসনা ।। সে জন সামান্য নয়; বিবরি য়ে কহিবায়; যদি বল হইয়ে সদয় । কেমন নারীর পণ; কি রূপে কৈল পালন, কহিবে এ সব সমুদয় ।। মুনী কালিদাস কয়; প্রকাশে বাহুল্য হয়; আপনি করিলে অনুমতি । কহিতে আমায় হয়; শুন তবে ন র রায়; সদয় হইয়ে দৃঢ় প্রতি ।। যেরূপে হইল জন্ম আর করিলেক কর্ম্ম, মনমথ মুঞ্জরীর সনে । করিলে ন অভিলাষ; রচিবারে কালিদাস; স্মরণ করিয়ে নারায়ণে ।।

অথ গুরুের অনুষ্ঠান ।।

দির্ঘ ত্রিপদী ।। মিথিলা নগর স্থিতি; রায় যোগেন্দ্র ভূপতি; উৎপত্তি ক্ষত্রিয় বংশেতে । গুণাতীত হয় গুণ; না যায় তার বর্ণন; বিখ্যাত আছয় অবনিতে ।। বহু সাধনার ফলে; ঈশ্বরের অনুকুলে; পেলে এক কুমার সুন্দর । নামতার মনমথ; নৃপতির মনোমত;

রূপে গুণে যেন শশধর ॥ বিদ্যায় প্রবিষ্ট মন; সদা
করে আলোচন, অস্ত্রে শস্ত্রে আর নানা মত । পুস্তক
হলে রয়; বিবাহে বাসনা নয়; অতিথি সেবা করে
সদত ॥ এক দিন দৈবছলে; নারায়ণ আসি বলে, উ
দাশী বেশ করে ধারণ । তোমার গৃহে অতিথি; হই
লাম যে সংপ্রতি, শীঘ্র গতি করাও ভোজন ॥ শুনি
যে নৃপ নন্দন; করায় তায় ভোজন, বহু বিধ ভাল
উপহারে । ভোজন করে অতিথি; পুলকিত হয়ে অ
তি; ডাকি কয় রাজার কুমারে ॥ তুমি যেমন শ্রীমা
ন্ দেখেছি তোমা সমান; যদি বিধি মিলায় দুজনে
সুরাট নগরে ধাম; সুরেন্দ্র ভূপতি নাম; তার কন্যা মু
ঞ্জরী বাখানে ॥ হেরেছি তথায় সেই; হেরিলাম হে
থা এই; আর নাহি হেরি ত্রিভুবনে । এই বলি দণ্ডব
র; যাইলেন স্থানান্তর; রায় ভাবে পাইব কেমনে ॥
পরে করে পরামর্শ; হয়ে হরিষে বিমর্ষ; চলিলেন
যথায় মুঞ্জরী । প্রবেশি সুরাট পুরী; ভাবেন রায় কি
করি; কেমনে সুরেন্দ্র বালা হেরি ॥ পরে করিলেন বা
সা, যদি পুরে মনো আশ; ভরসা কিবল নারায়ণ । স
ন্ধান পাইল রায়; উদ্যানে কিবল যায়, তথা করে
মালিনী রক্ষণ ॥ ডাকি সেই মালিনীরে, কহিলেন

ধিরেং, যদি পার দেখাতে সে জনে। সম্মতি হইয়ে
কয়, যদি পার মহাশয়, নারী বেশে যাইতে বাগা
নে। শুনিয়া নাগর রায়, নারী বেশে তথা যায়, য
থা মুঞ্জরী করয় স্নান। সখীগণ সঙ্গেকরেঃ আইলেন
সরোবরে, প্রফুল্লিত হইল উদ্যান।। নিরীক্ষণে রাজ
সুত, কামে হৈল মুর্চ্ছাগত, ভাবে মনে পাইব কি ক
রে। এসেছি গোপণ ভাবে, সংকেত করিতে হবেঃ
অভিপ্রায় তাঁর বুঝিবারে।। সাত পাঁচ ভাবি মনে,
জলুই লয়ে গোপণেঃ নিক্ষেপ করেণ বালা অঙ্গে।
জলুয়ে আঘাত পেয়েঃ উঠে ধনী সিহরিয়েঃ বলে ম
রি বিরহ তরঙ্গে।। পশ্চাত ফিরিয়া চায়ঃ পুরুষ দে
খিতে পায়ঃ কিন্তু নারী বেশে আছেবসে। হেরেকি
ম্যে জ্বরঃ রূপ কি কহিব তারঃ রতিদান করে রতি
এসে।। বিভা আশা করি কয়ঃ যদি কার ইচ্ছা হয়।
করিবারে আমারে বরণ। সুখ না পাবে সে জনঃ করে
ছি কঠোর পণঃ যদবধি না হবে পালন।। ততকাল
মরিবো দোঁহেঃ দহন হয়ে বিরহেঃ কেই যদি পারে
গো এমন। তবে কহি নিজ পণঃ শুন ওগো সখীগণ
অন্যমন হইয়োনা এখন।। আপনার স্বইচ্ছায়ঃ অঞ্চ
ল পাতি ধরায়ঃ তায় যদি শোয়াই পতিরে। তবেত

তাহার সঙ্গেঃ রব আমি রস রঙ্গেঃ মনেতে ভাবেঃ বি
রহেতে মরে ॥ এইরূপ শুনি রায়ঃ বালাগারে শীঘ্র
যায়ঃ চিন্তা করে কিরূপে পাইব। মুঞ্জরীর সহোদরঃ
নাম তার ক্রিটেশ্বরঃ তার সনে প্রনয় করিবে ॥ এত
ভাবি ক্রিটেশ্বরেঃ লিপি লেখে আসিবারেঃ মম বাসে
তব নিমন্ত্রণ। পত্র পেয়ে ক্রিটেশ্বরঃ আইল তথা সত্ব
রঃ ভোজনান্তে হইল মিলন ॥ পরে গিয়ে নিকেতনঃ
মনমথে নিমন্ত্রণঃ করিলেন সুরেন্দ্র তনয়। একত্রা
করি দুজনেঃ বাড়ে প্রেম দিনেঃ মনমথ ক্রিটেশ্বরে
কয় ॥ আমার বাসনা হয়ঃ চির কাল প্রেম রয়ঃ কো
ন মতে সম্বন্ধতা করে। থাকিলেই সহোদরাঃ তো
মা সনে সম্বন্ধরাঃ দিতাম কহিয়ে জনকেরে ॥ কি ক
রিবো দুর দৃষ্টঃ কহিবে তোমায় সৃষ্টা নষ্ট করেছেন
নারায়ণ। শুনি ক্রিটেশ্বর কয়ঃ মম ভগিনী আছয়ঃ
রূপে গুণে ধন্যা ত্রিভূবন ॥ অদ্য কহি পিতামায়ঃ বি
বাহ দিব তোমায় [illegible] ভিবো সকতা সমস্তাবে। এত
বলি মনমথেঃ নিবে [illegible] লয়ে দুজনে জননী জনকে
কহে তবে ॥ বিশেষ বারতা দিয়েঃ জনকের আজ্ঞা
নিয়েঃ বর কন্যা হৈল দরশন। মাতারে দেখায়ে প

রেঃ লগ্ন পত্র স্থির করেঃ দুই অঙ্গে হরিদ্রা লেপণ।
বিবাহ বিধির মতঃ স্ত্রী আচার কর্ম্ম যতঃ সমর্পিল ক্রমে
রামাগণে। ফিরলে বাঁধি বাসরেঃ হস্ত শুকা করি পরে
আগু জানে কুমার গমনে ।। ব্রাহ্মণী করিয়ে সঙ্গেঃ ক
রিলেন মনোরঙ্গেঃ উপনীত মিথিলা নগরে। বাদ
গ্রামে জনরবেঃ আসিয়ে দেখিল সবে বার্ত্তা দিল রা
জ্যেশ্বরে।। আইলেন নিকেতনঃ হেরে পুলকিত ম
ন মহারাজ রাজ্ঞী হলো অতিশয়। কুমার কুমারী দো
হে একত্রে শয়নে রহেঃ কিছু নাহি আলাপন হয়।।
কুমারের সদা মনঃ কি রূপে পালিবে পণঃ ধনী কি
সুন্দর হবে মোরে। দগ্ধ হয়ে কামানলেঃ মুণ্ডমালী গি
য়েছে ভুলেঃ যে পণ প্রকাশে সরোবরে ।। মদনে
র বাণাঘাতেঃ অস্থির হইয়ে চিতেঃ পাঠাইলেন সংবা
পিতায়। বিবাহ দিলে গো তাকেঃ ক্ষণেক না সুখ
লোঃ বিরহ জ্বালায় প্রাণ যায় ।। বুঝিয়ে সুরেন্দ্রপতি
কর্ম্মকিংকর হলো। অতিঃ নিরখি পাতি পাঠান ত্বরিত
পূর্ব্ব স্বয়ম্বরঃ অন্বেষণ করিবঃ হইতেন কন্যা উ
ক্ত কথিত।। কুমারে করি বিনাশঃ পুরাব তোমারি
আশঃ কোন ছলে আনিয়ে হেথায়। পিতার পাইয়ে
পাতিঃ পুলকিত হলো অতিঃ কবে হবে বিভা পুনর

য়।। ইতি মধ্যে লেখে পাতিঃ ছলে সুরেন্দ্র ভুপতিঃ মম পুত্রের অন্ন প্রাশন। ভার্য্য সনে যার্য্য দিনেঃ পৌছিবে মম ভবনেঃ লিপি যুক্তে এই নিমন্ত্রণ।। এ পেয়ে মনমথঃ তাহারে করয়ে জ্ঞাতঃ আয়োজনঃ করে যাইবারে। ঘোটকে সওয়ার হয়েঃ মুঞ্জরীরে স কে লয়েঃ চলে ধীরি সুরাট নগরে।। ওথানে সুরেন্দ্র রাজঃ করেছে ভাল সমাজঃ কন্যা দিব পুনঃ মন্দ্ ঘরে আর ডাকি সৈন্য গণেঃ বলে যাও এই ক্ষণেঃ বিনাশ দিতে মম যামতারে।। পথ মাধ্যে দুই জনেঃ আসি তেছে এ ভবনেঃ সাক্ষ্যাত হইবে কিছু দূরে। রাজ . জ্ঞা পেয়ে চলেঃ মুখে মার২ বলেঃ এক স্থলে থা না কৈল পরে।। মধ্য পথে দরশনঃ পেয়ে কয় যোধাগণঃ কেওরে তুই যাবি কোথায়। যদি দেও রম নীরেঃ তবে রাখিব তোমারেঃ নচেত পাঠাব যমালয়।। চমৎকার মনমথঃ ভাবে এ কি বিপরীতঃ অক স্মাৎ বজ্রাঘাত কেন।। রমনী নাহিক দিবঃ সমরে প্রা ণত্ত্ব দিবঃ আমারে তোমরা নাহি জান।। এত বলি মনমথঃ বলে এসো সব দূতঃ রণে যদি হবি পরাভব। সাজীল যোদ্ধাগণঃ বাজিল যে মহারণঃ নিধন হই ক্রমে সব।। কাটিয়ে নৃপতি সুতঃ হইলেন মুক্ত াগ

কেতো নিস্তার পাইঃ বিরহেতে দিয়ে ছাইঃ যুড়াই
রাখিয়ে হৃদি পরে ॥ ভার্য্যার দেখি বিনয়ঃ হমার
হৃয়ে সদয়ঃ বলে চল যাই গৃহে ফিরে। এত বলি দুই
জনেঃ অশ্বারোহণ গমনেঃ উপনীত হৈল বাসে পরে
এখানে মুঞ্জরী পিতেঃনা আইল ভাবি চিত্তেঃ আজ্ঞা
দিল সভা ভাঙ্গিবারে। গেল সকল ভূপতিঃ মনমথে
লিখে পাতিঃ কেন নাহি এলে সভাগারে ॥ লিপি
পেয়ে মনমথঃবুঝিলেন বস্তা[illegible]ত্তরে ছিলপ্র
য়োজন। মুঞ্জরী গোপনে লেখেঃপাছি এখন সেসুখে
জানিবেন এইনিবেদন ॥ সুন্দেহ পাইয়ে পাতিঃপুল
কিত হলো অতিঃকন্যার হয়েছে সুখোদয়। এখানে
মুঞ্জরী সনেঃমনমথ আলাপনেঃবাড়ে প্রেমক্রমে অ
তি শয় ॥ যাইলেন দিনমণিঃ উদয় হলো যামিনী
আরম্ভিল মদনের যাগ। কর্ম হলো সমাপনঃ দুজ
নে হরিষ মনঃ দূরে গেল উভয়ের রাগ ॥ ইতি মধ্যে
রাজারানীঃ পরম সৌভাগ্য মানীঃ পুত্রে রাখি যাই
লেন স্বর্গে। মনমথ করে রাজ্যঃ কি কহিব সে সৌ
ন্দর্য্যঃ মহাসুখে থাকে প্রজাবর্গে ॥ দিবসে রাজত্ব
করেঃ যামিনী আইলে পরেঃ ভার্য্যা ঘরে করে আগ
মন। হরষিত হয়ে অতিঃ দুজনে ভূঞ্জয়ে রতিঃ একত্র

তি নাযায় কথন ।। গর্ভবতী হলো ধনীঃ সবে করে কা নাকানীঃ উদর হইল ক্রমে ভারি । দশ মাস দশদিনঃ প্রসবে যোগ্য নন্দনেঃ দান করে পুত্রে ভূপ হেরি ।। ক্রমে কর্ম্ম নিয়মিতঃ যেমত আছয় রিতঃ করিলেন সব অনমথ । বয়ঃ ক্রম দেখি সুতেঃ সঁপিয়ে পণ্ডিত হাতেঃ করাইল বিদ্যা লাভ যত ।। এই মত কিছু দিনঃ কুমার হয়ে স্বাধীনঃ রহিলেন রাজকার্য্যে । পরে পুনঃ রাজা করিঃ যাইলেন স্বর্গপুরীঃ সঙ্গে করি আপনার ভার্য্যে ।। কালীদাস শ্লোক হন্দেঃ ভূপতির মতে ছন্দঃ পদ্য ছলে রচে শ্রীশ্রী কণ্ঠ সুপঙ্কস নগরে বাসঃ খ্যাতি হয় বসুদাসঃ ইথে বিজ্ঞ কর গো নির্ঘণ্ট ।।

অথ প্রমদ প্রমদীর অভিশাপ ।

লঘু ত্রিপদী ।। আশ্চর্য্য বৃত্তান্তঃ করি এবে অন্তঃ বিজ্ঞ জন বিজ্ঞাপণে । গন্ধর্ব্ব বংশেতেঃ প্রমদ নামেতেঃ ছিল এক ভক্ত জনে ।। শান্ত দান্ত ধীরঃ বাধিত বিধিঃ থাকে সদা নিকটেতে । দয়াবান অতিঃ দাতব্যেতে মতিঃ সুখ্যাতি সর্ব্ব গুণেতে ।। প্রমদী নামেতেঃ সতী মানসিতে হয় যে তাহার ভার্য্যা । রূপে গুণে ধন্যঃ নারী মধ্যে গণ্যাঃ লজ্জাভয় অতি ধা-

র্য্যা। এ শীলতা ধীরতাঃ সকলে সাধুতাঃ পতি ভক্তি
অতি তার। বাধ্য যে এমনঃ সাবিত্রী তুলনঃ গুণমণি
ভাবে সার।। করি সেই জ্ঞানঃ পতি করে ধ্যানঃ প
তি প্রাণা রসবতী। সদা স্বামি দেখেঃ নিকটেতে রাখে
সুখে থাকে দিবেরাতি।। ছাড়া দুই জনেঃ নাহি হয়
ক্ষণেঃ যদি যায় কার্য্যান্তরে। হইয়ে উভয়ঃ কর্ম্ম স
মার্পয় ভেদ মাত্র কলে বরে।। যদি ভক্তি ভাবেঃ প
রাৎ পরে ভাবেঃ স্ত্রী পুরুষে একাসনে। তাহে উচা
টনঃ ক্ষণে নহে মনঃ সাধক বটে সাধনে।। যুবক যুব
তীঃ রস রঙ্গে অতিঃ হয় প্রফুল্লিত [illegible]।। নিজে কভু
[illegible] ইচ্ছা হয়ঃ পরে করি দরশন।। এই মত কা
লঃ গ[illegible]। চিরকালঃ কাল এলো কাল হয়ে। ললাট
লিখনঃ নাহি অখণ্ডনঃ ঘটন ঘটে সময়ে।। দুষ্ট সরস্ব
তীঃ কণ্ঠে করি স্থিতিঃ কুমতি দেয় সদত। নাহি কা
র সাধ্য করে তারে বাধ্যঃ কার্য্য হন্ত কাযে রত।।
কুমতি ধারণেঃ [illegible] মনেঃ যেতে কৈলাশ শিখ
রে। দিবা অবসানেঃ উভয় গমনেঃ উপনীত হৈল প
রে।। তথা মনোরম্যঃ দেবের অগম্যঃ হয় হরের উ
দ্যান। বসন্ত রাজনঃ তাহার সেনাগণঃ রহে তথা বি
দ্যমান।। পার্ব্বতী সংহতিঃ রহে পশুপতিঃ কেলিহে

ত্ত কিয়ৎ কাল । এক দিন দিনেঃ মদনে স্মরণেঃ গৌ
রী সনে কামকাল ॥ প্রমদী প্রমদেঃ প্রবেশি আমোদে
দেখেন দেবের ভাব । ইত্যবসরেঃ হরগৌরী হেরেঃ
দুজনেরে বন মাঝ ॥ মদনের যাগঃ করিয়ে উদ্দেশ
হলোনা তায় আহুতি । ক্রুদ্ধ হয়ে মনেঃ ক্রোধে দুই
জনেঃ শাপ দিল পশুপতি ॥ বলে দুরাচারঃ কি জ
ন্যে আমারঃ আইলিরে পুষ্প বনে । লঙ্ঘে নিজ দার
বুঝি পাড়াঃ ফের এই দরশনে ॥ কর্ম্ম মত দণ্ডঃ বণ্ড
রে পাষণ্ডঃ যোগ্য নহ দেবাসনে । মর্ত্তেঃ জন্ম লয়ে
রতি হারা হ[illegible] জাগিয়ে দুইজনে ॥ না হবে মিলন
বিরহে মরণঃ হইবেরে এই জন্যে । হর শা[illegible]নঃ
রোদনে দুজনেঃ এশাপ নহে সামান্য ॥ দেহ ভাবে
নীরেঃ স্থির করি পরেঃ ধরে গিয়ে গৌরী পদে । করে
বহু স্তুতিঃ রক্ষা কর সতীঃ পশুপতির বিপদে ॥ ক্ষি
তি মাঝে যেতেঃ নারি কোন মতেঃ তথা পাব ক্লেশ
কত । পাপ কর্ম্মে মতিঃ হবে দিবে রাতিঃ ধর্ম্ম হবে
পদানিত ॥ রক্ষা কর আরঃ বিরহ বিকারঃ না পারি
ব সে সহিতে । স্তবে তুষ্টা অতিঃ হইয়ে পার্ব্বতীঃ ব
লে নারি খণ্ডাইতে ॥ তবে বলি শুনঃ হইবে মোচন
কিঞ্চিত দিবস পরে । ভারতে জন্মিয়েঃ বিরহে দহি

য়ে সুখ পাবে তদন্তরে ॥ দুজনে প্রনয়ঃ হইবে নিশ্চয়, রোদন না কর আর কেনে। তোমাগুণ যশ; হইবে পৌরষ, নাম লবে ত্রিভুবনে ॥ সুখ সাদ পূরি; আসিবে এ পুরী; তাহে না হইবে আন। ভারতে এখন করয়ে গমন; রাখিয়ে ভবের মান ॥ কিঞ্চিত শান্ত না, হইয়ে স্বজনা; জনম লইতে যায়। দাসে কয় ভাল, কোথা যাবে বল, রচিতে হবে আমায় ॥

অথ মনমথের জন্ম।

॥ ঝাল ঝাঁপ ॥ মিথিলা নগর; অতি মনোহর, হয়। তথায় বসতি; যোগেন্দ্র ভূপতি; কয় ॥ ক্ষেত্রি বংশোদ্ভব, করে এই রব; ময়। পুণ্যবান অতি, সদা ধর্ম্মে মতি; রয় ॥ যুধিষ্ঠির জিনি; হয় অনুমানি, মনে দাতৃব্যাতে বলী; সকলেতে বলী; জনে ॥ জিনিয়ে জে জনে; দেয় দুঃখি জনে; ধন। শতকম্ম হতে; সিক্কা সমরেতে; হন ॥ রূপ গুণোপমা, অভাব উপমা, দেখি। হেরিলেই রতি; ইচ্ছা দিবে রাতি; রাখি ॥ না হয় সন্তান, বড় ক্ষেদমান, থাকে। পুত্রে সুদা হরে; যদি দুঃখ হরে, দেখে ॥ বহু দিন পর; মনে কৈল হর; ভূপে। স্বপ্নে আসি কয়; হইবে তনয়; চুপে ॥ শু

নিয়ে রাজন, প্রফুল্লিত মন, হয়। ঋতুমতী ধনী, হ ইল অমনি, কয়॥ চতুর্থ দিবসে, স্নান করি এসে, রা ণী। স্নান দিন মনি, আসে বিরঙ্গিনী, ফণি॥ ভূপ আসি ঘরে, রতি ক্রিড়া করে, সুখে। সদা আলিঙ্গন মাধুরিক বচন, মুখে॥ কত মতে রতি, করেন ভূপতি তথায়। ইত্যবসরে, প্রমদ উদরে, যায়॥ পরে কা নাকানি, হলো জানাজানি, সবে। গর্ভবতী ধনী প ঞ্চ মাস শুনী, হবে॥ পঞ্চামৃত দেয়, রামাগণে তা য়, কত। সময়েতে সাদ, যে দুব্যেতে সাদ, যত॥ খাওয়ায় ভূপতি, অন্ন প্রভৃতি, তারে। শুভ দিন ক্ষ ণ, জমার জনমে, ঘরে॥ শুনিয়ে রাজন, অন্দরে গ মন, যায়। দেখিল তনয়, করে দিগুময়, তায়॥ পূ র্ণ শশধরে, আসিয়াছে ঘরে, যেন। বিধির নির্জ্জনে গঠন এজনে, হেন॥ করি নিরীক্ষণ, সভায় রাজন, আসে। আসে বাদ্যকর, দরিদ্র বিস্তর, বাসে॥ অনু মতি দিল, জহর প্রবল. দিতে। পেয়ে দুঃখিজন, আনন্দিত মন, নিতে॥ আশির্ব্বাদ করিঃ যায় নিজ পুরী, সবে। পঞ্চম দিবসে, পাঁচুটি হরিষে হবে॥ করে আয়োজন, বিধান যেমন, কয়। অষ্টম তারিখে, আটকৌড়ে সুখে, হয়॥ এক মাস পরে

ষষ্ঠি পূজা করে, সুতে । দান করে কত, নাহি পরি
মিত দিতে ।। ক্রমে চন্দ্র ছয়, হইল উদয়, পরে ।
কত আয়োজনে; যে অন্ন প্রাশনে; করে ।। বাজয় বা
জনা, না হয় গণনা; কত । খাদ্য দ্রব্য বিধি; যা করে
ছে বিধি; যত ।।। কে কোথা ভক্ষয়; নাহিক নির্ণয়; হ
য় । দিন হীন জন; অপ্রমিত ধন, লয় ।। কল্যাণ করি
য়ে; দ্বিজেরা চলিয়ে; যায় ।। কর্ম্ম হলো শেষ; সবে
বলে বেস; রায় ।। সুত মনোমত; নাম মনমথ, রাখে ।
ক্রমে ক্রমে; হইল পঞ্চম; দেখে ।। বিদ্যা অধ্যয়
নে; রাখে পঞ্চ জনে গুণী । পঞ্চ বিদ্যারত; হইবেক
সুত; জানি ।।

অথ মনমথের বিদ্যা অধ্যয়ণ ।

পয়ার ।। নৃপতি হইলা অতি আনন্দিত মন । সন্তা
নের অধ্যয়নে রাখে গুণীজন ।। পঞ্চ বিদ্যা অধ্যয়
নে আকিঞ্চন হয় । ইংরাজী ফরাসি আর পার্স্য অস্ত্র
ময় ।। সংস্কৃত পরিমিত অস্ত্র শস্ত্র আর । অধ্যয়নে
অবিরত আছেন কুমার ।। মল্ল যোদ্ধা শেখাইছে
যুদ্ধের বিক্রম । মনমথ দিবানিশী করিতেছে শ্রম
মধ্যে২ মহারাজ করেন পরিক্ষা । কোন বিদ্যা কে
মত সুত করিতেছে শিক্ষা ।। এইমত গত হইল বৎ

স্তর দশ। পরিক্ষা লইতে ভূপ হইল মানস ॥ আই
ল জমার আর পণ্ডিত কজন। কণ্ঠেতে মহলা দেয়
রাজার নন্দন ॥ জিহ্বাগ্রে সরস্বতী স্থিতি কেরেন জ্ঞা
নে। সমভাবে পঞ্চ বিদ্যা শিক্ষ্য কৈবা খানে ॥ সমর
পরিক্ষা নিল মল্ল যোদ্ধা সনে ॥ শিক্ষক হতে শিক্ষা
রটে অন্যে নাহি মানে ॥ পুরস্কার করেন কত পণ্ডি
ত গণে। হরষিত হয়ে সবে স্বস্থানে প্রস্থানে ॥ এক
দিন মনমথ যান পিতা কাছে। প্রণমিয়া দাণ্ডাইয়া
যোড় করে আছে ॥ স্ব পুত্রে দেখিয়ে ভূপ জিজ্ঞাসে
বারতা। কি কারণ আসিয়াছ মনমথ হেথা ॥ শুনি
য়ে কহিছে পিতা করি নিবেদন। বাসনা করেছি মনে
সৃজনে ভবন ॥ নির্জ্জনে নিয়ত থাকি দেখি সব গ্রন্থ
সচেত হইতে পারে অদর্শনে ভ্রান্ত ॥ পুত্রের বাসনা
শুনি আজ্ঞা দেয় রায়। নির্ম্মাইল বালাখানা নির্জ্জন
যেথায় ॥ সরোবর মনোহর পুষ্প বন মাঝে। স্তুতি
ভরে রতি পতি প্রত্যহ বিরাজে ॥ মানসে সাজায়
বাটী পরিপাটি অতি। জমার আসিয়ে তার করয়
অবস্থিতি ॥ প্রয়োজন মত কত রহিল কিঙ্কর। অতি
থি সেবনে আর গ্রন্থেতে নজর ॥ নিত্য২ কত শত
আসিছে অতিথি। যারযা বাসনা রায় দেয় শীঘ্র গ

তি।। বিবাহ করিতে ভুপ কহিল জমারে। সমাতিনা হলো তায় ভাবি কি অন্তরে।। শ্রীকণ্ঠ কহিছে রায় বুঝিয়াছ ভাল। বিবাহ করিলে দুঃখ পাবে চিরকাল

অথ মুঞ্জরীর জন্ম।

লঘু চৌপদী। সুরাট নগরে দেখি চিত্ত হরে তথা বাস করে নাম সুরেন্দ্র রাজন। জন্ম ক্ষত্রি বংশে বোধ দেব অংশে হেরিলে মিমাংশে তাঁর চরিত্র জেমন।। বাহু বলে ক্ষিতি করেছে শাসিতি ভয়েতে ভূপতি সবে আছেন স্বরাস্ত্র। গুণান্বিত গুণে খ্যাত ত্রিভুবনে প্রদত্ত স্তবনে খ্যাত দেব তা সমস্ত।। দান ধ্যান অতি সদা ধর্ম্মে মতি কুল ক্রম রীতি সুখে রাখে প্রজাগণে। একটী তনয় ভাবে মাত্র হয় সুখী অতিশয় রয় আপনার মনে। জগতি কারণ পায় আকিঞ্চন যদি নারায়ণ মোরে কৃপা করে দেন। পাল জদি পুরে দুঃখ যায় দূরে পাইব কি করে মনে সদা এই ধ্যান।। এই মতে কতো হলো দিন গত পরে ভূত নাথ নিদ্রা যোগে আসি কয়। হইবে জনয়ী চিন্তা পরিহরি থাকি রাজ্যেশ্বরী কহিলাম এ নিশ্চয়।। প্রভাত যামিনী উঠিয়ে কামিনী নিজে ধন্য মানী পতি আগে কহে সব। রাজন শুনে পু

নকিত মনে, বাহিরে গমনে, প্রণামে চরণে ভব
রাণী ঋতু বাসে, চতুর্থ দিবসে, স্নান করি আসে, হ
রে বাসর মাজায় । প্রস্থানে ভাস্কর, দেখি প্রাণ ধর,
নৃপ সাথে কর, রমণ ক্রিয়া লজ্জায় ॥ সময়ানুসারে,
প্রমদী উদরে, প্রবেশিল পরে, ঋতু বন্ধ হলো সতী
তিন মাস জানী, করে কানা কানি, রাজেশ্বর শুনি,
হরষিত হলো অতি ॥ পাঁচ মাসে সাধ, বেদুত্ব্যক্ষে
নাদ, তাহে নাহি বাদ, করেন সুরেন্দ্র প্রতি । যে মা
সে যেমত, করে সেই মত, বিস্তারে তাবত, বিস্তারি
ত হয় পৃথি ॥ পূর্ণ দশ মাসে, সূতিকার বাসে, প্রস
বে হরিকে [illegible]ম সুন্দরী পুত্রী । রূপের মাধুরি, আ
হা মরি২, শোভাকরে পুরী, নির্জ্জনে সৃজনে করী ॥
ভূপ নিরীক্ষণে, হরষিত মনে, ধন বিতরণে, দুঃখি জ
নে কত । আসি বাদ্য করে, কেহ নৃত্য করে, গায়ে
মর্থ নরোত্তম ॥ সকলে হরিষে, ধন বাঞ্ছি বাসে, নিজ২
রাসে আসে আশীর্ব্বাদ করে । ষষ্ঠ দিনা হলে, বিধি
লিখি ভালে, পরে জাতু হলে, মরে আট কৌতুকারে
দুই পক্ষান্তরে, পূজে বাদ্যে স্বরে, সুখে দান করে,
দিন হীনে নয় কর্ণ । সপ্ত মাস গত, হেম বিধিমত,
করিয়ে প্রস্তুত, বালা মুখে দেয় অন্ন ॥ নরপতি পরে

অতি সমাদরে; গণী তিন্য করে; নাম রাখেন মুঞ্জরী বয়ঃ ক্রম ক্রমে; পড়িল পঞ্চমে; দেব গণে ভুমে, হেরিলে তার মাধুরী ।। বাল্য খেলা ছলে, শুভ্র বিন্দু দলে; আনি যত্নে তুলে, শিবি পদে দান করে । দশমেতে হয়, জ্ঞানের উদয়; বরে বাঞ্ছা। রয়; যেন পাই ভাল বরে ।। ক্রমেতে দ্বাদশ, হইল বয়সঃ ধনী বোধে রসঃ আপিলস করয় মনে। রাজা দেখি চিত্তেঃ লাগিল চিন্তিতেঃ পাত্র অন্যেষিতেঃ পাঠাইলে কতজনে ।। জমারের মনঃ বুঝি চতুর। ননঃ স্থির শাহি হন চলিলেন ভুমণ্ডলে । দিতে ... বিপ্রঃ দেখা দেন সদিঃ মন সাধ সাধিঃ ধরি চরণ কম ...

অথ বিধির দণ্ডী বেশে মনমথ দ...ে আগমন।

আল...। মনমথ অবিরত থাকে নিজালয়। যত্ন করে অতিথিরে ভোজন করায় ।। করে দান নিজ প্রাণ যদি চায় কেহ। সহে জ্বাল নপবাল কঠোর বিরহ দেখি বিধি ধন্য বাদি জমারের পণ হবে যেতে নিকটেতে হরি বারে মন ।। এই স্থিরে ছল করে দণ্ডী বেশ ধরে । হস্তে যষ্টি হীন দৃষ্টি এলে ধীরে২ ।। হে জমার যে অপার তব গুণ শুনে। উপস্থিত আইলাম হিত এই সে কারণে ।। শুনিরায় আহ্লাদেয় উপস্থিত

জনে। কর পূর্ণ পরি পূর্ণ দ্রব্য আয়োজনে॥ আজ্ঞা পেয়ে আনে ধেয়ে নানা উপহার। বসে দণ্ডী কেটে গণ্ড করিতে আহার॥ নানা মত অপ্রামিত ভক্ষ্য দণ্ডী বর। ভোজনান্তে অতি ক্লান্ত উঠিল সত্বর॥ সুখীহয়ে কহেরায়ে শুন মমবাণী। রূপবান গুণবান তো সম দেখিনি॥ এক পুত্রী অগদ্ধাত্রী অনুমান হয়। সুরাটেতে আচম্বিতে হেরেছে নিশ্চয়॥ কিবা রূপ অপরূপ স্বরূপ না দেখি। সুসুন্দরী তারে হেরি নাহি পড়ে আঁখি॥ সুকুমারী বিদ্যাধরী কোথায় তুলন। ভূলে নারী যে মাধুরী করি নিরীক্ষণ॥ মুখ শশী মৃদু হাসি খঞ্জন নয়ন। কিরে কেশ করে বেশ মোহিত মদন॥ যদি বিধি কেননিধি মিলায় তোমাতে। তবে হয় সুখোদয় প্রনয় করিতে॥ ভালে ভাল মিলে কাল ভারত ভিতরে। এইবলে দণ্ডী চলে অন্যস্থানান্তরে॥ দেখি রায় পুনঃরায় ধরিলেন তায় যদি হলে অনুকূলে দেখিয়ে আমায়॥ তবে হয় মহাশয় বিশেষ কহিতে। কিবা রূপ কোন ভূপ হয় তার পিতে॥ অতঃপর দণ্ডীবর নৃপে প্রতি কয়। তার গুণ যে বর্ণন আমা সাধ্যনয়॥ নাগ দেখে নাগলোকে করিলেন বাস। তবে আর রূপ তার কে ব

রে প্রকাশ।। কিছু কহি গুণ ওহি শুন গুণ ময়।। কৃপা কালি যেন কালী দাসে প্রাপ্তি হয়।।

অথ দণ্ডী কৃত মুঞ্জরীর রূপ বর্ণন।

ধুয়া। সে রূপ স্বরূপ ভুপ না হেরি নয়নে। উদাসী হয় অভিলাষী পূর্ণ শশী গ্রহণে।। এক কলা বলা ভারঃ বুঝ কিছু ভাবে তার হাব ভাব কটাক্ষে স্বশরে জ্বরে মদনঃ অন্য পরে থাক পরে কি কব তোমারেঃ শুনিলে হবে হত জ্ঞানঃ তেজি বাসে কোপীন বাসে জাবে সে স্থানে।।

পয়ার।। কেশের বিন্যাস দৃষ্টে করেন জমারী। দর্শনে ভুজঙ্গ অঙ্গ পরিত্যাগ করি।। ত্বক ত্যাগ তদবধি নিয়ম হইল। শেষে দ্বেষে অগম্য অরণ্যে প্রবেশিল।। ভ্রু ভঙ্গী হেরে ফুল্ল ধনু ধনু ত্যজে। পরে হর ক্রোধানলে দগ্ধ হলো লাজে।। তার আঁখি দেখি মৃগী বনে বাস করে। খঞ্জন অনুক্ষণ চপল ভাব ধরে।। নাসা হেরি আশা করেছিলো তিল ফুল। কিঞ্চিত তাহাতেধাতা রাখিলেন ভুল।। ওষ্ঠধর বিম্বাধিক করি অনুমান। অধরে নাধরে শুধা নহে পরিমা

স্য॥ তদধরে হাস্য ধরে যদি সে রমনী। কোথারয় সে সময় দীপ্ত সৌদামিনী॥ লাজ পায় কুন্দপাতি দন্ত পাতি হেরে। অধরের অধ ভাগ অনুরাগ করে॥ মুখ শশী হেরে শশী মলীন হইল। দেখি তারে স রোবরে পদ্ম প্রবেশিল॥ বাহু যুগে দেখি রাগে বিধাতা স্ব করে। মৃনালে কণ্টক দিয়ে ডুবাইল নীরে করে হেরি স্তুতি করি করে রহে কর। অঙ্গুলি চম্পাক কলি হতে মনোহর॥ কুচ হেরি রিথ গিরি চূড়া ত্যাগ করে। অধমুখে মনোদুঃখে দাড়িম্ব বিদরে॥ নাভি পদ্ম স্থল পদ্ম হতে সুশোভন। কটী পরি পাটী সব ডম্বরু [illegible]॥ [illegible] দুঃখযত কহনে না যায়। নিতম্ব হেরিয়ে দেহ সলিলে ভাবায়॥ রামরম্ভা তরু আর মাতঙ্গের কর। উরুর সরল দেখি দুঃখিত অন্তর॥ ভবে বলে চলে ভাস বিধির বাহন। দৃশ্যাভাব তাহাদের মঞ্জরী চলন॥ বণ বর্ণিব কিআর বুঝ অনুসারে সুবর্ণ সংস্কারে সেই অঙ্গে উঠিবারে॥ হরিদ্রা হেরিয়ে বর্ণ ক্ষিতি মাঝে রয়। শেষে সিদ্ধ হইয়ে ব্যাভার্য্য রূপে হয়॥ রূপের তুলনা দিতে কিছু ইচ্ছা ছিল। না দেখিয়া সেই তুল হৃদে মিশাইল॥ বসন ভূষণ পরি বেশ যদি করে। হিংসা হেতু কাম ভার্য্যা

হিংসানলে মরে ॥ কঙ্কন ঝঙ্কারে সরে কোকিলের স্বর। দিষ্টে পাড হলে সৃষ্টে বিন্ধে কামস্বর ॥ কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন। পিতে তার হয় রায় সুরেন্দ্র রাজন ॥ কন্যার বয়স্থা দেখি চিন্তিত ভুপতি। সম্মন্ধ আসিছে কত শত নিতি২ ॥ মনোনিত নাহি হয় কন্যা যগ্য বিনে। যগ্যছবি ভক্ষ্যে কপি কে মত বিধানে ॥ মুঞ্জরীর রূপ শুনী বিরূপ কুমার। কামানলে তনু জলে নির্ব্বাণ যে ভার ॥ কেমনে হেরিব তারে চিন্তা করে মনে। মিলন অভাবে দেখি সংশয় জীবনে ॥ পরে করিলেন যুক্তি মুক্তির বিধান। দৈব বিনে কোন কর্ম্ম নহে ফলবান ॥ বিধিরে পুজিব আগে যদি দয়া হয়। পাইবো তাহারে কিনা হইবে নিশ্চয় ॥ হেনকালে দণ্ডীবর হইল বিদায়। শ্রীকণ্ঠ কহে রায় ঠেকিলে ভাল দায় ॥

অথ মনমথ কত্রিক বিধির স্তব।

ধুয়া ॥ কেন হেন দায় আমায় ঘটালে। না জানি কারণ ওহে চতুরানন উদাশী আশিভু লালে। শরণ লয়েছি পদেঃ রক্ষাকর এবিপদেঃ বুঝি মর প্রাণ বধেঃ বাকি ছাওালে ॥

পয়ার। দণ্ডী কৃত রূপ শ্রুত হইয়ে শ্রবণে। চাতকে

ম আশ জেমন মাস শ্রাবণে ॥ উর্দ্ধ ভাবে অধভা
বেরূপ পিতীষ্টায় । হৃদয়ে বিদিত করি নিমিক্ষণে
ভায় ॥ নিদ্রা যোগে কিম্বা যোগে ভ্রম নহে ক্ষণে ।
পঙ্কুর পঙ্কেতে পড়ে মুক্ত আকিঞ্চনে ॥ সদত ঔদা
স্য মন বিরহে বেষ্টিত । মণী হারা হয়ে ফণী যেমন
তাপিত ॥ পূর্ব্ব যুক্তি মনে উক্তি করিয়ে জমার । বি
ধিরে পূজিয়ে তবে স্তবে অনিবার ॥ প্রণমহ২ ত্বং হি
ব্রহ্ম ব্রহ্মারূপ জ্ঞানে । যে ভাবে বীথি জনে ভাবে বসি
য়ে ধ্যানে চতুরানন হন হংসারোহণে গতি । ধরি
চন্ত ভুজে পূজে কালে পশুপতি ॥ প্রভাত আদীত্য
হতে বর্ত্ত উজ্জ্বলিত । শুক্লবাসে অভিলাষে অন্যেতে
কিঞ্চিত ॥ সৃষ্টি নির্ম্মানের জন্য সৃষ্টি কর্ত্তা নাম । বিশ্ব
জনে সিজ্জনে পালনে অবিরাম ॥ সত্য২ সত্য তুমি
মহিমা প্রমাণ । অভক্ষ্য নাহিক কিছু বেদের বাখ্যান
বিশ্বের বিঘ্ন হর কিঙ্কর মনে করে । সর্ব্ব জীবে অধি
ষ্ঠান ব্যক্ত চরাচরে ॥ কটাক্ষে করিলে দৃষ্টিশৃষ্টী স্থি
তি হয় । ইঙ্গিতে করিলে ইচ্ছা বাঞ্ছা নাহি রয় ॥ ই
চ্ছা রূপ নামধর এ মহি মণ্ডলে । বাসনা পুরাহ আ
সি অকিঞ্চন বলে ॥ তোমা বিনে অন্য জনে নাহি
জানি আর । দুর্গমে তারগো ব্রহ্ম ভাবিয়া অপার ॥

বেদে কয় বিশ্বময় নিশ্চয় জানিয়ে। মিলাইতে হবে দয়া অধম দেখিয়ে॥ বিষাদ সাগরে মগ্ন হয়েছে ম গণ॥ ভ্রু ভঙ্গে হেরি আমার পূরাই কামনা॥ আমি দিন অকিঞ্চন ভজন বিহিনে। কি কহিব তব গুণ দেবে নাহি জানে॥ তব নামে জয় হয় ত্রৈলক্য ভুবন। লঘু আশা করিয়াছি মিলন কারণ॥ যদি না করিবে পূর্ণ কলঙ্ক রটিবে। বিশেষত নিজ দাস জীবন তেজিবে॥ এই রূপ স্তবকরে মানষে ব্রহ্মায়। তাহাকে করেছে স্তব জানিল ইচ্ছায়॥ আচম্বিতে দৈব বাণী দিলেন গগণে। মানস হইবে পূর্ণ তথায় গমনে॥ দৈব বানী শুনি প্রণমামি বিধিপায়। আনন্দ সাগরে ভাসে মনমথ রায়॥ ভাবে মনে একেণে সুরাটে হবে যেতে। ছল করি পিতা মায় হইবে কহিতে॥ নচেত তাহারা মরে না দিবে বিদায়। মৃগয়া করিতে যাব এই সে উপায়॥ এতেক চিন্তিয়া রায় যানপিত্রী আগে। দাসেবলে যুক্তিভাল কহিলে বালাগে॥

অথ মনমথের মৃগয়া ছলে জনক
জননীর স্থানে বিদায়॥

ধুয়া॥ অনুমতি দেহ পিতে নিবেদি চরণে।
মৃগয়া করিতে যাব সুরাট কাননে। শুনিলা

ম লোক মুখেঃ তথা বহু মৃগ থাকেঃ বিনাশ
করিয়ে শুখেঃ আনিব ভবনে ।।

পয়ার । বার দিয়ে বসিয়াছে সুরেন্দ্র ভুপতি ।
পাত্র মিত্র সভাসদ লইয়ে সংহতি ।। কথক পাঠক
আর ভাট বৃক্ষচারী । গুরু পুরোহিত আর ব্রাহ্মণ
দোধারি ।। ভাঁড়েতে করিছে বেঙ্গ শুনরণে সভাই ।
গোলাম ছেলাম দেয় রাজার দোহাই ।। সারজ্জন
সেফাই কত দিতেছে পাহারা । নকিব ফুকারে ভুপে
আসিছে যাহারা ।। হেন কালে মনমথ আসিয়ে ত
থায় । বসিলেন প্রণমীয়া জনকের পায় ।। শুনহ র
জ্যাশ্বর করি নিবেদন । বাসনা করেছি মনে মগয়া
কারণ ।। অনুমতি দেহ মোরে মৃগ অন্যেষণে । জাই
ব মগয়া হেতু সুরাটের বনে ।। ক্ষত্রি কুলে জন্মে পি
তা কেবা থাকে বাসে । বানির্য্য করিতে যায় তো দে
শ বিদেশে ।। শুনরণে ভুপতি মন্ত্রি প্রতি আজ্ঞা দেয়
বল দেখি মন্ত্রিবর উচিত কি হয় ।। আজ্ঞা পেয়ে ম
ন্ত্রি বর বিচারিয়ে মনে । কহিল ভুপতি প্রতি উচিত
গমনে ।। শুনি রায় আজ্ঞা দেয় আপন নন্দনে । ইচ্ছা
করিয়াছ যাবে মৃগ অন্যেষণে ।। যাও তবে ওহে যা
দু না করি বারণ । রথ রথী লও তব যেবা প্রয়োজন

সাবধানে মৃগ মারি আসিবে ত্বরিত। রহিলাম দূত চেয়ে যেমত তড়িত॥ কুমার পাইয়ে আজ্ঞা পিতার নিকটে। জননীর কাছে গিয়ে কহে কর পুটে॥ যাইব মৃগয়া হেতু গহন কাননে। অনুমতি দেহ মাতা অধম সন্তানে॥ শুনী রাণী বলে কোথা যাবে গুণ ময়। জননীর প্রতি তব নাহি দয়া হয়॥ আমিত পারিনে তোরে দিতে অনুমতি। গহন কাননে যাবে কেন হেন মতি॥ শুবণে কুমার কয় মায় পুঃনরায়। না চিন্তহ মাতা আসিব ত্বরায়॥ কত মত বুঝাইয়া করিল সান্তনা। অনুমতি দিল রাণী বিলম্ব করোনা। সবে মাত্র এক পুত্র তুমি বাছাধন। অন্ধের যেমন ভজী দারিদ্রু রতন॥ তিলেক না হেরি তোরে মরিরে পরানে। কর ওরে যাদু ধন যেমন বিধানে॥ নৃপতি রাজ্ঞীর আজ্ঞা পেয়ে মনমথ। আনন্দ সাগরে ভবে ভাবে অবিরত॥ শ্রীশ্রীকণ্ঠ বলে রায় ত্বরিত গমনে। সুভব্য সিন্ধু শৃত বাল্মীক রামায়ণে॥

অথ মনমথের সুসজ্জায় সুরাট
নগরে যাত্রা॥

ভনক ছন্দ॥ জননী জনক আজ্ঞা ছলে লয়ে রায়। প্রণামি দোঁহার পদে হইল বিদায়॥ বাহিরে আসি

ধীর অশ্ব লয় যায়। মনোহর নিল অশ্ব মনহতে ধায়।। সারথিরে দিল আজ্ঞা সাজাইতে তায়। দাগুাইয়া কহে যত মন অভি প্রায়।। সারথি সাজায় অশ্ব কি কহিব তায়। হেম্মে নির্ম্মিত রেকাব পৃষ্ঠেতে ঝুলায়।। বাক ডোর দিল মুখে সুখে নিজে রায়। স্বর্ণের কলস দিল ঘোটক মাথায়।। এই রূপে সাজাইয়া বাহিরে বাহিরায়। পরেতে চলিল রায় নিজ সুসজ্জায়।। আপনার বাসে আসি ভৃত্যরে ডাকায়। শুনিয়ে আইল সিঘ্র যথা যুবরায়।। আজ্ঞা মত পোষাক ত্বরিতে বাহিরায়। জমায় করেন সাজ আপন ইচ্ছায়।। আগে পরে পা জামা পরে পরে যোড়ায়। শশী দীপ্ত মানে জর কসি কায তায়।। সাঁচা পাকড়ি কলিক আঁটা মাণিক মাঝায়। মস্তকেতে দিল ধীর ইষৎ হেলায়।। মণি ময় অভরণ পরিলেক গায়। মুক্তার হার গলে কিবা সোভাপায়।। এই মতে নিজ মতে সাজিরসরায়। দুর্গানাম জপ করি উঠেন ত্বরায়।। মানসকরিল যাব একাই তথায়। অন্য পরে সঙ্গে নিলে যানাবে পিতায়।। কিঞ্চিত বিলম্বে বিচারিল পুনঃ রায়। আপ্ত সেবা করে কেবা না দেখি উপায়।। একারণ নিতে হলো অনেক জনায়।

ভৃত্য সেরহিবেবাধ্য আমার আজ্ঞায় ।। এত ভাবি দাস নাম্মে দাসেতে জানায়। পবনের বেগে সেই রায় আগে ধায় ।। হেমেদ্র প্রবোধ করে করি যুবরায় অশ্ব পৃষ্টে আরহণ করিল ত্বরায় ।। তার বোধে চলে ঘোড়া নাহিক দাঁড়ায়। পলকে পশ্চাৎ করে রাজ্য মিথিলায় ।। নক্ষত্র হইতে বেগ বিবেগ কথায় ? কত দেশ ছাড়াইল বর্ত্তণ না যায় ।। দিগ্ধচলে শুনে তে জ রজনী আসায়। আদীত্য উদয় হলে চলে পুনঃ রায় ।। এই মত গত করে অষ্টম দিবায় । সুরাট নগরে পৌছে লোকে জিজ্ঞাসায় ।। কালিদাস কহে মত বিক্রম আজ্ঞায়। পেয়ারাদি ছন্দে রচে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় ।।

অথ মনমথের সুরাট নগরে প্রবেশ ।।

দির্ঘ ত্রিপদী ।। কিবা অপরূপ ধাম, সুরাট নগর নাম অবিরাম দেখে মনমথ। সহর বেষ্টিত গড়ে, বুঝি গরি শ্বকর্ম্মা গড়ে, অন্য পরে না পারে এমত ।। গড়ের রাস্তা নদী হতে, কিবা জিবনে পূরিতে, বারণের নেত্র কোথা রয়। চৌদিকে ফটক চারি, কি কহিব কারি গরি, হেরিলে নয়ন স্থির হয় ।। দোকানে সাজিলে পো

এই সহরের অন্ত পাবা, সন্দুর চড়ায়ে তথা। দেখে
মাতঙ্গ প্রবিষ্টে ভারঃ রায় হয় আগুদার; দেখে বলে
তোমা কোন হেয়।। তজ্জণ গজ্জর শুনী; পরিচয়ে গু
পমনী; অমনী প্রবেশে ভিতরেতে।। দেখে তার পর
থানাঃ গণনে অসংখ্য জনাঃ কোতয়াল জমাদ্দারে দূ
তে।। পাক সিক কত শত, আরবি মঙ্গল যত, যম
দূত সাক্ষাতে বসিয়ে। ক্রমেতে যাইল রায়; পরিচয়
সবে চায়ঃ ভাবে ধীর বিষম দেখিয়ে।। গয়া অগ্রে
জমাবড় গা পরিচয় হয় দৃঢ়; আরো কত হইবে কহিতে
এই মত ক্রমে যায়; তথাপি ত্রিংশৎ থানায়, পরিচ
য় একেং দিতে।। কত স্থানে কত জাতি; যোদ্ধা বো
দ্ধা যে প্রভৃতি, দিবে রাত্রি দিতেছে পাহারা।। দ্বার
রক্ষা রজপূত; হয় বড় মজবুদ যুত বটে শুনিতে ঝক
ড়া।। তাং সিদ্ধি খাইয়ে জোরে; কদাচ নাহিক ঘো
রে, ঘোরে করে আপনার কার্য্য। চোরের অসাধ্য চু
রি; কত লক্ষে রক্ষে পুরী; দেয় বেড়ি জানিলে নিধা
র্য্য।। এই রূপ দেখি রায়, শেষেতে শেষ থানায়, উপ
নীত হৈল ধিরেং। সেবড় বিসম ঠাঁই; সামান্যের সা
ধ্য নাই, যাই বলে যাইতে ভিতরে।। বোঝা নাহি যা
য় কথাঃ ইংরাজে ফরাস্ত তথা; থাকে বারদিয়ে বারেং

দারগা বরকন্দি জনে; থাকে বসে সেই খানে, অন্যস্থা ন রক্ষয় থপরে ॥ রায়ে দেখি জিজ্ঞ সয়, দেহ আগে পরিচয়; কে তুমি হে যাবে কোথা বলি। শুনি ধীর কয় ছলে, আলস্মিগ্ধ মারিবো বলে; কিন্তু মন হই ল চঞ্চল ॥ দেখিব রাজার বাটী, কেমন সে অরি পাটী, আঁটা আঁটি না কর আমায়। মিথিলা নগর ধাম; যোগেন্দ্র ভূপতি নাম; আমি হই তাঁহার তনয় ॥ মনমথ নাম ধরি; দেহ মোরে সিন্ধু ছাড়ি; হেরিগে কেমন রাজধানী। কুমারের কথা শুনে; রাজ চিহ্ন নীরক্ষণে; ছাড়ি দিল ভিতরে অমনি ॥ ক্রমেতে যাই য়ে রায়, তোপখানা দেখিতে পায়; কামান সাজান চতুর্ভিতে। গোলাগুলি স্তুভাকার, বারুদে পূর্ণ আগার, নিবারণ আগুণে আনিতে॥ নিয়ত রক্ষণে গেরা, বন্দুকে বারুদ ভরা; পারাদেয় সারাসারি দেখে মহা২ যোদ্ধা পতী; কেল্লা মধ্যে করে স্থিতি, পরি লাল কালার পোষাকে ॥ কাওাযে আছয়কাল, রিতিনীতি চিরকাল, সেই কালে আওাযে সাগন্তে। তির সম ছুটী গোলা; ভূমে যেন দেয় ফলা, শব্দে বসুমতী কম্পে অন্তে॥ এই রূপ দেখে কত; যত চলে মনমথ, বিশেষ প্রকাশে পূঁথি বৃদ্ধি॥ দাস্ত্রে রলে

ইন্দ্ররাজে, দেখিতে কিঞ্চিত লাজে, আমাদের দি থ নহে সিদ্ধি ॥

অথ সুরাটনগর বর্ণণ ॥

পয়ারে । ক্রোশ খানি পাছু করি যায় রায় আগে । নহবদের বাদ্য শ্রবণে গিয়ে লাগে ॥ সেই দিকে ক্রমে রায় হৈল্য উপনীত । নানা বর্ণে করে বাস বর্ণে বিশরিত ॥ নিজং জাতিতে বেষ্ঠিত এক স্থানে । অন্য অন্য বর্ণে মৃগে বসতি কারণে ॥ রাজারে প্রশংশা করি পুনঃ জায় চলি । অপূর্ব্ব গঠনে দেখি হৈল কুত্ত হলি ॥ ঘাট বান্ধা সরোবরি চৌদিগে চাঁদনী । রাজ হংস করে কেলি লইয়ে হংসিনী ॥ জাঁতি জুঁতি নানা জাতি পুষ্পে উপবন । ঘ্রাণ লই তেছেন সুখে মলয়া পবন ॥ মধুকরে সদা ফেরে নিজ মধু পানে । রতি পতি দিবে রতি থাকে সেই খানে ॥ ককিলে করিছে ধ্বনী বসিয়ে বাসায় । চাতক চাতকি রহে বারির আসায় ॥ ক্রমেতে দেখয় রায় দেবালয় যত । যাগ যগ্য বলিদান দান অবিরত বেদ পাঠ চণ্ডী পাঠ করে দ্বিজ গণে । সঙ্ক ঘণ্টা কাঁসর বাজিছে অনুক্ষণে ॥ অবধৌত জটাধারী বসি মৃগ চর্ম্মে । অবিরত আছে ঐহিকের কর্ম্মে ॥ অতিথি সে

বায় কত ব্রাহ্মণ প্রবর্ত্ত। গান বাদ্য নানামত হয় নিত্য নিত্য॥ এই মত দেখিতেং রায় যায়। নজর পড়িল রাজ চিড়িয়া খানায়॥ কতমত বিহঙ্গে রেখেছে বন্ধি করে। একেংডাকে সবে শুমধুর স্বরে॥ হাটঘাট শাটি গলি বাহান্য বাজার। আনন্দিত হৈল মনে দেখিয়ে জমার॥ সমুখে চাঁদনি চক অতি মনোহর। তেতলা চৌতলা বালা খানা যে বিস্তর॥ মধ্য স্থলে রাজ বাটী কিবা সোভা পায়। কতশত রজপুত রহে পাহারায়॥ মাতঙ্গ তুরঙ্গ কত আছয় বন্ধনে। রাহুত মাহুত রক্ষে করয় তক্ষণে॥ ব্যাঘ্র ভালুক উষ্ট্র যতেক বনচর যতনে পালনে রাজ আজ্ঞায় কিঙ্কর॥ কাছারি দেখিল কাছে কিবা সে সৌন্দর্য্য। সকট সিবিকা কত নহেক নির্দ্ধার্য্য॥ সাথ থানা নানা আছে যাহাতে সকলে। কটীং পদ্য মুদ্রা ঢালে এক কালে॥ সারজ নে পারা দেয় অতি ভয়ঙ্কর। সাক্ষ্যাত বসিয়ে যেন যমের কিঙ্কর॥ নানা স্থানে নানা কৃতী দেখে রসরায়। রাজ্য ধার্ম্মা ধন্য মানী প্রসংশে রাজায়॥ আপনার মনে রায় গণীয়ে হতাস। মুঞ্জরীর নাম স্মরী ছাড়ে দির্ঘশ্বাস॥ আসার আশ্রিত হয়ে এলেম সুরাটে। অনুজল হলে বিধি নিধি মোরে ঘটে॥ হা মুঞ্জ

রী যে মুঞ্জরী করে অনিবার। শুদ্ধ দুঃখে তেজি সুখে মুখ দেখি তার।। এই রূপে চিন্তা করে মুঞ্জরী মাধুরী। হেন কালে দাস আসি করিল গোহারি।। কিঙ্করে দেখিয়ে ধীর সর্ব্বত্রে চলিছে। বাস হেতু বালা খানা তল্লাস করিছে।। বন্ধু বলে পূর্ব্ব দিগে যাও নটবর। সম্প্রতি দেখেছি এক বাটী মনোহর।।

অথ সুরাট নগরে মনমথের বাস এবং মুঞ্জরীর অনুসন্ধানে সন্ধান প্রাপ্তে অতি মালেনীরে আনয়নে দাসে প্রেরণ।

মাঝঝাঁপ।। দুই জনে নানা স্থানে অন্বেষণ করি। মনহরা চমৎকারা পেলে এক পুরী।।। সরোবর কি সুন্দর আছয়ে তাহাতে। পুষ্প বন হরে মন তাহার চৌভিতে।। মন্দ২ বহে গন্ধ মলয়া পবনে। দেখিরায় থাকে তায় অতি সুখমনে। পরে দাসে যে আদেশে করিতে আয়োজন। আন কিনে প্রিয়োজনে রন্ধনে ভোজন।। রাজ বানী ভৃত্যে শুনী যাইয়ে বাজারে। নানা মত অপ্রমিত দ্রব্য ক্রয় করে।। উপকন্ত মিষ্ট অম্ন আনে আর কত। ছানা ননী ঘৃত চিনী দুগ্ধ প্রায় যত।। হাণ্ডি কাষ্ঠ সর্ব্বনিষ্ঠ লয় জলাধার। আনে কিনে কত বেনে বর্ণনে বিস্তার।। সরোবরে গিয়ে প

রে স্নান করি রায় ।। ভক্তি ভাবে পূজে দেবে আইল বাসায় ।। মিষ্ট ভোগ জলযোগ করিয়া পাকে। ভৃত্য ব্যাঞ্জে গিয়ে অশ্বে আহরণে রাখে ।। স্ব। কস্তুক্তোনিম্বযুক্তে কতেক ব্যঞ্জন। দাসে সাধি পাদ্যে সাদী করায় রন্ধ ণ ।। রাখি তার আপনার করিয়ে পায়েস। পরে ধ্যা নে দনাদ্দনে মুখে বলে বেস ।। এইমত মনমথ করি য়ে আহার। মুখ সুদ্ধে নাভ পান্ন সয্যাতে বিস্তার অল স্রান্তে উঠি ক্লান্তে কিঞ্চিত বিলম্বে। দেখি দি নে অবসানে ভ্রমে অবিলম্বে ।। যার আশে হেথা আ সে তারে অন্বেষণে। সেই ধ্যানে সেই জ্ঞানে রহে অনুক্ষণে ।। বহু দিনে বহু স্থানে যাতায়াতে রায়। সু খপর অতঃপর শুনিবারে পায় ।। অতি রম্য যে অগ ম্য রাজার উদ্যান। আছে প্রান্তে রাজ্য অন্তে ভূপে করে ধ্যান ।। রক্ষে যারা মালীদারা থাকে সর্ব্বক্ষণ। পুরুষেতে প্রবেশিতে তথায় বারণ ।। তৎ মাঝে দি গী আছে পুষ্প বন পাশে। স্নান জন্য রাজ কন্যা নি ত্য বধি আসে ।। এইশুনী গুণ মণী আইলো বাসায় ভাবেমনে দর্শনে বুঝি পাওযায়। যেহউক সেহউক বোঝা যাবে পরে। রূপবতী কেমনাতিদেখিব নজরে গুণী কথ্য যদি সত্য হয় গো নিশ্চয়। কোন যত্নে

সে তাহতে করিবো প্রনয় ।। মন্ত্রে সাধি কিম্বা ঔদি হই মম দেহে ।। সাধ্য সিদ্ধে কহে বৃদ্ধে জেগে ম দি সহে ।। এই মত মনমথ ভাবি মনে২ । বহুক্ষণে বিবেচনে যাইব কেমনে ।। পরে ধীর করি স্থির কহেন কিঙ্করে । যাও দাস অভিলাষ পূরাবার তরে ।। ঐ যয্য অন্তে পারে চিন্তে নৃপের বাগান । মালী দ্বার দেয় পার প্রবেশে অপমান ।। থাকি দূরে মালেনী রে ডাকিবে তথায় ।। এলে পরে সঙ্গে করে আনিবে বাসায় ।। অনুমতি পেয়ে অতি বেগে যায় দাস । জিজ্ঞাসিতে উপনিতে উদ্যানের পাশ ।। মালেনীরে ডাকি পরে কহে বিবরণ । শুনি মতি দ্রুত গতি করয় গমন ।। শ্রীকণ্ঠ কৌতুকে কয় শুনলো মালেনী । অর্থ লাভ হবে কিছু জ্যোতিষ যে গুণী ।।

অথ মতি মালেনীর আগমনে মুঞ্জরী দর্শনে মনমথের পরামর্শ ।।

পয়ার ।। দাসে পাঠায়ে রায় চাতক প্রায় আছে । হেন কালে মালেনী উদয় তার কাছে ।। বয়েসে বাহাত্তর হবে সব দন্ত হীন । কেশ হএছে পক্ক শুষ্ক শরীর ক্ষীণ ।। টানা ভূ মাজা সুক্ষ উরু জিনিয়ে সর্প । সকলেরে কহেন কটু করিয়ে দর্প ।। সেড়েত্তে লাগায়ে

মিষি হাসির কিবট।। সেই কেশে নবীন বেশে যুল
পী কাটা।। ঝোলা স্তন বন্ধন করিয়াছে কসে। যেন
সুমেরুর চূড়া পড়িতেছে খসে।। সাদা সাড়ী পরি
স্নাড়ী দেয় যে বাহার। নিতম্বে অম্বে ঢাকা উপরে
চন্দ্রহার।। টেরা আঁখি দেখায়ে ভুলায়ে রাখে সবে।
নজর দেয় যারে বাঁচোয়া নাই বাপে।। ঠমকে দম
কে তার কম্পয় মেদনী।। কুমারের কাছে আইলো
মাত মালেনী।। জিজ্ঞাসিল মনমথে কহ সবিশেষ
কি জন্য আসিতে মোরে করেছো আদেশ।। শুনি
রায় সবিনয়ে মালেনীরে কয়। যদি কর উপকার হ
ইয়ে সদয়।। তবে কহি সে ভারতী তোমারি তো
আগে। দাস হয়ে রব তব সেই অনুরাগে।। শুনী ম
তি নৃপতি নন্দন প্রতি কয়। কহ দেখি ইচ্ছা তব গু
নী মহাশয়।। যদি থাকে ক্ষমতা করিতে উপকার।।
অবিস্য করিব এহা কারি যে সিকার।। শুনি মালেনী
র প্রতি কহে মনমথ। তব নৃপতির কন্যা মান্য এজ
গৎ।। তিনি নাকি এসে তব রক্ষক উদ্যানে। পিত্যা
বধি প্রাতকালে স্নানের কারণে।। অনুকুল হয়ে যদি
দেখাও তাহারে। এইমম অভিলাষ কহি যে তোমা

রে ।। শুনী কুমারের বাণী মালেনী সিহরে । হেন কি
অন্তরে যোগ থাকে ব্যাঘাত গায়ে ।। কার সাধ্য কেবা
পারে দেখাইতে তারে । বিশেষ পুরুষে যেতে উদ্যা
না ভিতরে ।। সত্য সে সাধ্য নয় কহিলাম তোমায় ।
কর্ণ্ণ শুনে হলে রাজা বধিবে আমায় ।। মালেনীর ব
ক্য শুনী পুনঃ ধীর কয় । তুমি না করিলে দয়া জীবন
সংশয় ।। প্রয়োজন মত অর্থ দিব বহুমূল্য । সদয়
হইয়ে তারে দেখাইবে কল্য ।। অর্থ কথা শুনী মতি
কহে মনমথে । দেখাইতে পারি কিন্তু ভয় হয় চিত্তে
কেমনে তোমারে তথা লইয়া যাইবো । উপায় তা
বিহি মনে কি রূপে দেখাব ।। তবে এক সন্ধান করে
ছি মনে মন । নারী বেশে পার যদি করিতে গমন ।
অন্য মালেনীর মত কর্ম্ম কত্তে হয় । তবে আমি দে
খাইতে পারি মহাশয় ।। স্বিকার পাইল তায় অনঙ্গ
শুরায় । রমনীর বেশ ধরি যাইব তথায় ।। মালে
নী কহিছে পুনঃ কুমারের প্রতি । অবশ্য যাইবে তু
মি কল্য প্রাতে অতি ।। সেই সময়ে মঞ্জরী আসি
বেন স্নানে । দেখিতে পাইবে সরোবর সন্নিধানে ।।
এতেক বলিয়ে মতি হইল বিদায় । ভৃত্যরে ডাকি
য়ে তবে কহিছেন রায় ।। যাওরে বাজারে কিনে আ

দির্ঘ দ্রৌপদী। ওথানে উঠি মুঞ্জরী; প্রাত কৃতঃ শেষ করি; সখীগণে সঙ্গে করি; চলিলেন স্নান করি বারে। দগ্ধ হয়ে কামাগুণে, বিষাদিত সদা মনে, সুখ নাহি পায় ক্ষণে; ভাবে মনে নিবাই কি করে॥ বিরহে কাতরা অতি; সঙ্গীনী গণ সংহতি; করেন কত কুকতি; বিবাহ তো হলোনা আমার। কি করি বল তোমরা; হয়েছি অতি কাতরা; কবে তারিবেন তারা; দেখি মোর দুঃখের পাথার॥ কোন রামা বলে হলো বিবাহ হইবে মলে' কিম্বা যৌবন ফুরালে; কেন ধনী ভাবিস্‌ লো আর। কোন সখী বলে সই, হবে কিছু দিন বই; বিভা জন্য। কেন তুই; বেস্ত হয়েছিস অনিবার॥ বন্ধুর সনে মিলন, হইবে তোর যখন; আসিবে ফিরে যৌবন; এবে অযতন কর তারে। সুনেছো সকলে কয়, বাসি পূষ্পে পূজা হয়; মধুকরের সঞ্চয়; কিবল ধংশ হয় ভাণ্ডারে॥ মুঞ্জরী সখীর সনে, এই মত আলাপনে, উপনীত সে উদ্যানে; যথায় বসিয়াছে কুমার। নামিলেন সরোবরে, সহচরী সঙ্গে করে; রূপ আভা বারি পরে; পড়ে যেন প্রভাদীত্যাকার॥ শোভাকরে সরোবর; যেন শত কটী কর; প্রকাশে সলিল পর, দেখিলেন নৃপতি তনয়। সে রূপের

যে মাধুরী; আমি কি বর্ণিতে পারি, কিছু সেই ম ন্ত্রীবারী, কহেছিল হইল প্রত্যয় ।। দেখি মুঞ্জরীর স্ব গুণ অপার হয় বিরূপ; না দেখি হেন স্বরূপ; বিধি বু ঝি নির্জ্জনে গড়িল । ঈশ্বরের কান্তি হরি; এইতে প্র কাশ করি; ভাবে আমার হরি এজনে ভুবনে পাঠাই ল ।। এরে কি পাইব আমি; হবে কি এহার স্বামী; আমায় কি অন্তর্যামী; হবেন এমত অনুকূল । বৈজ্ঞ শ্রুতবয় কয়; ভেবে দেখ রসময়; অসম্ভব কিছু নয়; ভবিতব্য হয় মূল ।।

অথ মনমথ মুঞ্জরী উভয় দর্শন এবং মুঞ্জ রীর প্রতিজ্ঞা প্রকাশ ।।

ধুয়া । কি হেরিলাম হায়২; পুনঃ কি দেখিব তায়; প্রাণযায় কবকায় বিরহ জ্বালায়রে।।

পয়ার ।। দেখিয়ে কুমার রায় ভাবে মনে২ । এসেছি গোপন ভাবে জানাব গোপনে ।। দেখি২ বুঝে এর কে মন আশয় । বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় কি না হয় ।। হয়েছে যৌবন দয় হৃদয় মন্দিরে । জ্ঞাত আছে ধ নী কিনা বিরহ বলে কারে ।। কত মত ভাবি রায় বি চারিয়া মনে । হলুই লইল এক অতি যে যতনে ।। যে কালে মার্জ্জনে অঙ্গ রাজ,রাণা ফিরে । নিক্ষেপ

করেন ধীর কমল শরীরেতে॥ অলক্ষ্যে আঘাত পেয়ে
ধনী ফিরে চায়। দেখিল পুরুষ এক নারী ছলনায়॥
তৃণ তুলিছেন বৈশে সরোবর ধারে। রূপের মধুরী
হেরি শরীর শিহরে॥ উদ্যান করেছে আল যেন
সৌদামিনী। দেব কি কিন্নর হবে এসেছে অবনী॥
ইনীতো মানব নন অনুভাব মনে॥ এই বেশ ধরি য
দি হেরেন মদনে॥ আপনার বাণে সে আপনি হয়
হত। আদ্যবেশ পুরুষ যে হইবে নিশ্চিত॥ রতি দ
র্শনে রতি দান করে উহায়। রতি পতি দুজনার হৈ
ল বড় দায়॥ কি বুঝে সৃজিল বিধি নিধিরে যতনে
কোন ছলে আসিয়াছে আশার কারণে॥ অনুভাবে
ভাব বুঝি মম ভাব হবে। সখী গণ সম্বধনে জানাই
সভাবে॥ এতেক চিন্তিয়ে ধনী সখী গণে কয়। আ
শা তরুতলে দেখ সবে বৈশে রয়॥ অবিবাহিতা কু
মারীর আশা বিবাহে। মিলন আশা করে তারে বি
রহে দহে॥ দরিদ্রের আশা সদা ধন পাব ভাবে।
যোগী ঋষি আশা করে ব্রহ্ম পাব কবে॥ সংসারীক
আশা করে সন্তান কারণ। ঐরীতি নারীর আশা যা
র অন্বেষণ॥ কর্ম্মাশ্চুতের আশা বিষয় কর্ম্ম করি। স
কলের আশা এই যেন নাহি মরি॥ আশা পুরাবার

তরে আকিঞ্চন পায়। বিবাহের আশা করি জমায়ে
জানায়।। পুর্ব্বের আছয় শাপ কে করে খণ্ডন। দুষ্ট
সরস্বতী কণ্ঠে করে আগমন।। আমারে বিবাহ করি
বেক যেই জন। না পাবেন সুখলেশ ক্লেশ অনুক্ষণ।।
করেছি কঠোর পণ যবে সে পালিবো। তবেতো স্বামী
র সনে আলাপণে রবো।। প্রতিজ্ঞা বৃত্তান্ত এবে বুঝি
বেন ছলে। স্ব ইচ্ছায় অঞ্চল পাতিয়ে ধরাতলে।।
তদুপরে যদি কান্তে শয়ন করাই। তবে উভয়ের
বিরহে পড়িয়ে ছাই।। নচেত তাহার সনে নাহিবে
প্রণয়। বিরহে মরিব আমি তার যেবা হয়।। এত
বলি নৃপ বালা স্নান করি যান। যাইতে না সরে পদ
ফিরেং চান।। রূপের মাধুরী সদা করিতেছে মনে।
মদনের বাণাঘাতে স্থির নহে ক্ষণে।। এই যে নিধি য
দি বিধি মিলায় আমাতে। তবে হয় সুখোদয় প্রনয়
করিতে।। নচেত এজীবনে কিপ্রয়োজন আর অধমে
বিরাহ দীলে ত্যাগিব সংসার।। গুগন্ধ্যা নিবাসি
হাসি কহে রাজার ঝি। যেপণ করিলে তায় কান্তের
কায় কি।।

অথ মুঞ্জরীর সহিত মনমথের মিলনে
মতির আদেশ।

ধুয়া। অনুক্ষণ হয়ে বিধি নিধি দেও মিলাই
য়ে। বিষম ব্যাকুল চিত তারে হেরিয়ে ॥

পয়ার ॥ মনমথে দেখি চিত্তে বিষম ব্যাকুল। অঙ্গনে পড়িয়ে ধনী চাহে দুই কূল ॥ জিজ্ঞাসেন সখীগণে বলগো কি করি। বিরহ যাতনা ধৈরয ধরিতে নারি ॥ সময় পাইয়ে ফুল বাণ বাণ হানে। গুণের মনে কবে সুভাবে মিলনে ॥ সহচরী গণে বলে চিন্তা নাহি কর। রাজন অন্বেষণ করিছে ভাল বর ॥ উত্তমে উত্তম মিলে কহে সর্ব্বজনে ॥ অধমে উত্তমে মিলে সে যে দৈবাধীনে ॥ সঙ্গীনির সঙ্গে ধনী পৌছে নিজালয়। অমার ভাবিছে মনে কি করি উপায় আগে না হেরিয়ে তায় ছিলাম গো ভাল। মঞ্জরী মাধুরী হেরি বুঝি প্রাণ গেল ॥ [illegible] ক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইল মোর। মঞ্জরী কটাক্ষ শরে দেহ জর্জর কিছার মিছার ফুল ধনু ধরে বাণ। তাহতে সকলেতে নিস্তার পায় প্রাণ ॥ এহার কটাক্ষ শরে না বাঁচিবো আর। একতা ঔষধ দিয়ে কেকরে নিস্তার ॥ তবে তো বাঁচিব আমি বৈমুখ মদন। হৃদয়ে রাখিয়ে তারে জুড়াব জীবন ॥ আর তার দেখিতে চাই কেমন গুণ।

কত কাল থাকে সেই না করি পালন ।। বহু যতনে বহু
যত্ন করে যে প্রতিজ্ঞা । না দেখি মুঞ্জরীর সম কাহা
র আজ্ঞা ।। প্রতিজ্ঞা পালীলে অগ্রে পরে কন্যা দান
বিধিমতে আছে এই বিধির বিধান ।। অগ্রেতে হইবে
দারা পরেতে পালন । তবে স্বামীর সঙ্গে করিবে আ
লাপণ ।। হেন অসম্ভব বানি না শুনি কখন । অবশ্য
দেখিতে হবে চত্তর কেমন ।। কত মত ভাবি মনে য
ক্তি কাছে যায় । বল দেখি মালেনী গো কি আছে
উপায় ।। তুমি যদি ঘটকতা কর গো ইহার । পদান
ত হয়ে থাকি অর্থ দি অপার ।। শুনি রতি অসম্মতি
হয়ে রায়ে কয় । বস্তে পেলে শুতে চায় হইল প্রত্যয়
পূর্ব্ব আশা পূর্ণ হ'ল পুনঃ আশা করে । লক্ষ ইচ্ছা হ
য় শত পতি হইতে পরে ।। শুনিয়ে তব বানি শিহরে
অঙ্গ তনু । রাহু হয়ে পর্শিতে চাও দেখিয়ে ভানু ।।
শৃগাল হইয়ে সিংহে দিতে নাহ হানা । বুঝিতে না
পারি তব কেমন মন্ত্রণা ।। আমার সে সাধ্য নয় ক
হিলাম রায় । তবে এক কহি শুন তাহার উপায় ।।
মুঞ্জরির সহদর ক্ষিতেশ্বর নাম । তার সনে প্রনয় কর
গে গুণ ধাম ।। যাতায়াত নিত্যাবধি করিবে তথায়
রূপ গুণ দেখি যদি নৃপ ভূলে যায় ।। তবেতো দিবে

নবিভা মুঞ্জরীর সনে। নচেত সম্ভব নহে মিলন ঘট্ট্বে॥ শুনিয়ে অমার রায় বিষাদিত হয়। যাবেনা ক্ষু ইতে পৰ্স্ত না হলো আশয়॥ তবে যে যুক্তি মোরে কহিল মালীদারা। উচিত করিতে তবে করি অত্তি ত্বরা॥ এই স্থির করি ধীর নিজালয় যান। বন্দুদাজে ব্লে যুক্তি হবে ফলবান॥

অথ ক্রিটেশ্বরের সহিত আলাপণ মানষে
মনমথের লিপি প্রেরণ॥

দিব [illegible]। বাসায় আশিয়া রায়; চিন্তা করে স দা ভায়, কোন বিধি দেখাবে সে ধনে। এবে দেহ ক রি যুক্তি; না ভাবি মুঞ্জরী উক্তি; যেন রই সদাই মি লনে॥ পরে শুন বিবরণ; ক্রিটেশ্বরে আলাপণ, করি তে হইবে যে আমায়। নচেত নাহি সন্ধান, করি এর অনুমান, যদি বিধি হন গো সহায়॥ পরে ভাবে ম নে২; মুঞ্জরী অনুজ সনে; কেমনে করিবো আলাপন। কি বলিয়ে লিখি পাতি, নাহি দেখি এ যুকতি; আ সিবেন কিনা সমাগন॥ নাহি এলে নৃপ সুত, হইবো বিষাদ যুত; আরহবে মিলন অভাব। কিন্তু এতেকরি তে হবে, না করিলে কোন ভাবে; তাঁর সনে হইবেক ভাব॥ করিলেই নিমন্ত্রণ, তবেহবে সংঘটন; যদি তি নি এসেন এস্থানে। না আইলে কার কিবা; এতো ন হে অসম্ভব; না করেন রোষ অনুমানে॥ বিধি বক্ষে